Certificate of Registration of Societies

(Act XXI of 1860)

No. S-11459 *of 20*12

I hereby certify that COMILLA ZILLA SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION *has this day been registered under the societies Registration Act, XXI of 1860.*

Given under my hand at Dhaka *this* Sixteenth *day of* May *two thousand and* Twelve

Registrar of Joint Stock Companies & Firms,
Bangladesh.

J.S.C.-36
B.G.P.2007/08-4440E—25,000 copies, 2008.

দি সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট অব ১৮৬০

মোতাবেক

সংঘ স্মারক

ও

গঠনতন্ত্র

কুমিল্লা জিলা স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন

দি সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট অব ১৮৬০ মোতাবেক

এর

সংঘ স্মারক

ক)	সোসাইটির নাম	:	**কুমিল্লা জিলা স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন**
খ)	সংজ্ঞা সমূহ	:	১) ''সংগঠন'' বলিতে ''কুমিল্লা জিলা স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন" যাহা ইংরেজিতে "Comilla Zilla School Alumni Association" বা সংক্ষেপে (CZSAA) কে বুঝাইবে । ২) ''প্রাক্তন ছাত্র' বলিতে কুমিল্লা জিলা স্কুলে যে কোন সময়ে যে কোন শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিল এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে। ৩) ''সদস্য' বলিতে কুমিল্লা জিলা স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন এর নিবন্ধনকৃত সদস্যকে বুঝাইবে। ৪) ''সাধারণ সভা" বলিতে "কুমিল্লা জিলা স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন" এর সদস্যদের সভা বুঝাইবে ।
গ)	ঠিকানা	:	সংগঠনের প্রধান কার্যালয় কুমিল্লা শহরে অবস্থিত হইবে এবং ঢাকা শহরেও একটি কার্যালয় থাকিবে। **বর্তমান যোগাযোগ ঠিকানা** **বাড়ি নং# ৬৬, ল্যাবএইড আইকনিক (৫ম তলা), কলাবাগান, ঢাকা- ১২০৫, বাংলাদেশ।**
ঘ)	সোসাইটির ধরণ	:	জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম বিশেষ করে কুমিল্লা জিলা স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধন এবং সংগঠনের সদস্যগণের কল্যাণ সহ সার্বিক মানব কল্যাণের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গঠিত একটি নির্দলীয়, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।
ঙ)	কার্যক্রম এলাকা পরিধি	:	সমগ্র বাংলাদেশ এবং সংগঠনের নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশে বিদেশে এই সংগঠনের চ্যাপ্টার থাকিতে পারে।
চ)	আর্দশ ও উদ্দেশ্যাবলী	:	নিম্নের সবগুলি কিংবা যে কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সোসাইটিটি প্রতিষ্ঠিত হইল। সরকার/যথাযথ কর্তৃপক্ষ/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণের পর নিম্নবর্ণিত সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হইবে এবং সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন ১৮৬০ এ্যাক্ট এর ২০ ধারার বিধানের পরিপন্থী উদ্দেশ্য/ উদ্দেশ্যাবলী অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দল ও মত নির্বিশেষে নিম্নবর্ণিত সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সংগঠন কাজ করিবে তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিবে এবং সংগঠনের কোন কর্মসূচি বা কার্যক্রম বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের পরিপন্থী হইলে তাহা অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে: ১) সম্পূর্ণ নির্দলীয়, সেচ্ছাসেবী কল্যাণমূলক ও অলাভজনক সংগঠন হিসাবে কর্মকান্ড পরিচালনা করা। ২) প্রাক্তন ছাত্রগণকে একত্রীকরনের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি করা।

৩) জিলা স্কুলের ছাত্রদের মানসম্মত ও যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকমন্ডলীকে অনুপ্রাণিত ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;

৪) জিলা স্কুলে অধ্যয়নরত ছাত্রদের শিক্ষায় মনোনিবেশ বৃদ্ধি ও উৎসাহিত করার জন্য মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান করা, সুবিধা বঞ্চিত ও মেধাবী ছাত্রগণকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা এবং জিলা স্কুলের শিক্ষকগণকে উত্তম শিক্ষা প্রদানে অনুপ্রাণিত করার জন্য সম্মানিত করা;

৫) শিক্ষা পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম যথা- খেলাধুলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, স্কাউটিং (বিএনসিসি), বাদ্যযন্ত্র বাদন, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছাত্রদের সুকুমার বৃত্তির উন্নয়ন করা।

৬) সংগঠনের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

৭) জিলা স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা।

৮) সমাজের সকল স্তরে শান্তি, নৈতিকতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

কুমিল্লা জিলা স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন

গঠনতন্ত্র

অনুচ্ছেদ-১: প্রস্তাবনা :

আমরা বাংলাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "কুমিল্লা জিলা স্কুল" এর প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ "**কুমিল্লা জিলা স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন**" প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। যাহা ইংরেজি ভাষায় "**Comilla Zilla School Alumni Association**"- নামে পরিচিত হইবে।

আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও জীবন উৎসর্গে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সকল আদর্শ আমাদের চিন্তা ও চেতনা এবং কর্মকান্ডকে সর্বদা পরিচালিত করিবে।

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, সংগঠনের সদস্যগণের সম্প্রীতি, কল্যাণ ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা সর্বদা কাজ করিব।

আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, "কুমিল্লা জিলা স্কুল" এর উন্নয়ন এবং সংগঠনের সদস্যগণের পারস্পরিক কল্যাণে অবদান রাখিতে পারি সেই জন্য আমাদের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি স্বরুপ এই গঠনতন্ত্রের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান আমাদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

অনুচ্ছেদ-২: সীল মোহর ও মনোগ্রাম :

সংগঠনের একটি সীল মোহর ও মনোগ্রাম থাকিবে। কুমিল্লা জিলা স্কুলের মনোগ্রামটি অবিকল ঠিক রাখিয়া স্কুলের প্রতিষ্ঠাকালের এবং সংগঠনের নিজস্ব নাম ইংরেজী অক্ষরে যুক্ত করিয়া মনোগ্রাম প্রস্তুত করা হইবে।

অনুচ্ছেদ-৩: সদস্য হওয়ার যোগ্যতা :

যে কোন প্রাক্তন ছাত্র সংগঠনের নির্ধারিত ফরমে আবেদন এবং নির্ধারিত সদস্য ফি জমাদান সাপেক্ষে সংগঠনের সদস্য হইতে পারিবে।

<u>সদস্য ভর্তি ফি:</u>

১) সংগঠনের আজীবন সদস্য পদ লাভের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদনের সহিত সদস্য ফি বাবদ ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রদান করিতে হইবে এবং সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে উক্ত সদস্য ফি অফেরৎ যোগ্য হইবে।

২) সাধারণ পরিষদ উহার বিবেচনায় সঙ্গত মনে করিলে সংগঠনের সদস্য ফি বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবে।

<u>সদস্য পদ সাময়িকভাবে স্থগিত / বাতিল</u>

৩) সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত যে কোন কারণে সংগঠনের একজন সদস্যের সদস্যপদ সাময়িক ভাবে স্থগিত করিতে পারিবে:

ক) সংগঠনের গঠনতন্ত্র পরিপন্থী বা স্বার্থবিরোধী কোন কাজ করিলে;

৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) অনুযায়ী সাময়িকভাবে কোন সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত করা হইলে উক্ত বিষয়টি পরবর্তী সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে এবং সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে উক্ত সদস্যের সদস্যপদ স্থায়ীভাবে বাতিল করা যাইবে অথবা কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল পূর্বক তাহার সদস্যপদ পুনর্বহাল করা যাইবে এবং এই ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-৪ সাংগঠনিক কাঠামো : সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদ, সাধারণ পরিষদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ, কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল ও বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ এর সমন্বয়ে ৫ (পাঁচ) স্তর বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো থাকিবে।

১) **উপদেষ্টা পরিষদ:** পদাধিকার বলে কুমিল্লা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কুমিল্লা জিলা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র যাহারা স্ব স্ব ব্যাচের এস, এস, সি বা সমমান পরিক্ষায় উত্তীর্নের বছর হইতে নূন্যতম ৩০ (ত্রিশ) বছর অতিক্রমকারী এরুপ আগ্রহী সদস্যদের মধ্য হইতে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ অনুর্দ্ধ **১১ (এগারো)** সদস্যদের যে কোন বিজোড় সংখ্যার উপদেষ্টা পরিষদ মনোনীত করিবে । কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও নীতিনির্ধারণী সংশ্লিষ্ট কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রেরণ করিলে উপদেষ্টা পরিষদ উহাতে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে ।

২) **সাধারণ পরিষদ:** - সংগঠনের নিয়মিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত সাধারণ পরিষদ সংগঠনের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইবে। ইহা সংগঠনের নীতি নির্ধারণের সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনার এবং যথাযথভাবে উপস্থাপিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের সর্বোচ্চ পরিষদ বলিয়া বিবেচিত হইবে। সাধারণ সভায় উপস্থিত নিয়মিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে/রায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত মর্মে বিবেচিত হইবে এবং ইহা অবশ্য পালনীয় হইবে।

৩) **কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ:**

(ক) সংগঠনের সাধারণ সভার মাধ্যমে সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অথবা গোপন ব্যালটে সরাসরি ভোটে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদকালের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে:

(খ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হইলে উক্ত পরিষদ উক্ত শূন্য পদে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে। উক্ত সদস্য মনোনয়নে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের সম্মতি থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন কারণে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতির পদ শূন্য হইলে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি এবং মহাসচিবের পদ শূন্য হইলে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম-মহাসচিব যথাক্রমে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এর দায়িত্ব অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পালন করিবে।

গ) **কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্যপদ বাতিল:** কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য পরপর ৩ (তিন) টি সভায় বিনা নোটিশে অনুপস্থিত থাকিলে পরিষদ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে অনুপস্থিত সদস্যের পদ কেন বাতিল করা হইবে না এ মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করিবে এবং নোটিশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে অভিযুক্ত সদস্য কারণ দর্শাইবে এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ উক্ত বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। অনুপস্থিতি জনিত কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান না করিলে, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্যপদ বাতিল বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৪) **কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল:**

(ক) পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতি এবং মহাসচিব যথাক্রমে কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের আহবায়ক ও সদস্য-সচিব হইবে।

(খ) এক শিফটের (ডে শিফট) ব্যাচের ক্ষেত্রে: প্রতিটি ব্যাচ হইতে ২ (দুই) জন করিয়া স্ব স্ব ব্যাচ কর্তৃক নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্য লইয়া ২ (দুই) বৎসরের জন্য কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল গঠিত হইবে। এই সদস্যদের মধ্যে একজন কুমিল্লা ও একজন ঢাকা নিবাসী/অবস্থানকারী হইতে হইবে।

দুই শিফটের (মর্ণিং ও ডে শিফট) ব্যাচের ক্ষেত্রে: প্রতিটি ব্যাচের প্রতিটি শিফট হইতে ২ (দুই) জন করিয়া সর্বমোট ৪ জন স্ব স্ব ব্যাচ ও শিফট কর্তৃক নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্য লইয়া ২ (দুই) বৎসরের জন্য কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল গঠিত হইবে। এই সদস্যদের মধ্যে প্রতিটি শিফটের দুইজনের একজন কুমিল্লা ও একজন ঢাকা নিবাসী/অবস্থানকারী হইতে হইবে।

ব্যাচ ও শিফট কর্তৃক কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত বা মনোনীত করার পদ্ধতি স্বচ্ছ, ব্যাচের সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে হইবে এবং উহা লিখিতভাবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ বরাবর দাখিলপূর্বক অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের সদস্যপদ শূন্য হইলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ উক্ত শূন্য পদে ব্যাচ / শিফটের লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(ঘ) কোন ব্যাচ প্রতিনিধি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থ হইলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ব্যাচের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত ব্যাচ প্রতিনিধিকে তার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

৫) **বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ:**

কুমিল্লা জিলা স্কুল, অধ্যায়নরত ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অ্যালামনাইদের নানাবিধ সাহায্য-সহায়তা ও সার্বিক কল্যানের লক্ষ্যে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠিত হইবে। উক্ত ট্রাস্ট ফান্ডের কার্যক্রম সরকারি বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ কর্তৃক পরিচালিত হইবে। বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ এর গঠন, কর্মপরিধি, কার্যাবলী ও কর্মপন্থা ইত্যাদি Deed of Trust কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। তবে পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও মহাসচিব বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ এর সদস্য হইবেন।

অনুচ্ছেদ-৫: কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

১) সংগঠনের নির্বাচন ও সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের জন্য এবং সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য যাবতীয় কার্য পরিচালনা করা;

২) সংগঠনের তহবিলের নিয়মিত হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করা;

৩) সংগঠনের সদস্যগণের বহি/তালিকা প্রণয়ন, উপদেষ্টা পরিষদ মনোনীত করা;

৪) সুষ্ঠুভাবে সংগঠনের সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনা ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে উপকমিটি বা সেল গঠন ও উহার কর্মকান্ডে সাহায্য করা; এবং

৫) সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করা এবং উহা কার্যকর করা।

অনুচ্ছেদ-৬: কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

১) সভাপতিঃ- সংগঠনের প্রধান হিসাবে সভাপতি সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবে এবং সাধারণ পরিষদ ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবে। বার্ষিক সাধারন সভা, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সভা এবং জরুরী সভা আহবানের জন্য মহাসচিবকে পরামর্শ প্রদান করিবে। মহাসচিব সভা আহবান না করিলে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ

সহ-সভাপতিগণের সম্মতি সাপেক্ষে সভা আহবান করিতে পারিবে। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা সদস্যকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২) **সহ-সভাপতিঃ-** সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সহ-সভাপতিগণের মধ্য হইতে জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে (সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সহ-সভাপতিদের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত সহ-সভাপতি বা সিলেকশনের ক্ষেত্রে ব্যাচ জেষ্ঠ্যতার নির্ণায়ক হইবে) একজন যে কোন সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবে। ইহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অথবা সভাপতির অনুরোধে সহ-সভাপতিগণ যে কোন বিশেষ দায়িত্ব পালন করিবে।

৩) **মহাসচিবঃ**- মহাসচিব সংগঠনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে পরিগণিত হইবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সম্পাদকগণ ও অন্যান্য সদস্যগণকে সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করিবে। মহাসচিব সংগঠনের সদস্যপদের আবেদন অনুমোদন করিবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রয়োজনে সংগঠনের কর্মচারী নিয়োগ, তাহাদের বেতন/ভাতা নির্ধারণ বা হ্রাস/বৃদ্ধি, ছুটি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শাস্তির ব্যবস্থা করিবে। সংগঠনের সকল প্রকার আয়-ব্যয় তাহার মাধ্যমে সম্পন্ন হইবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে মহাসচিব এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার অধিক ব্যয় করিতে পারিবে না। মহাসচিব কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের প্রত্যেক সভায় উহার পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত অনুমোদন এবং পূর্ববর্তী সভা উত্তর সম্পাদিত সকল প্রকার আয় ব্যয়ের হিসাব ও কার্যাবলীর বিবরণ দাখিল করিবে। সভাপতির অনুমতিক্রমে অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সভাপতি অনুমতি প্রদান না করিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সহ-সভাপতিগণের অনুমতি বা সম্মতি সাপেক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভা, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভা, জরুরী সভা, বর্ধিত সভা, বিশেষ সভা আহবান করিবে এবং যুগ্ম-মহাসচিব ও সম্পাদকগণের কাজের তদারকি ও সমন্বয় সাধন করিবে। সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় সংগঠনের সকল কর্মসূচী ও কার্যাবলীর প্রতিবেদন দাখিল করিবে। ইহা ছাড়াও যে সমস্ত দায়িত্ব সাধারণ সভা, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ও জরুরী সভা তাহার উপর ন্যস্ত করিবে তাহাও পালন করিবে।

৪) **যুগ্ম-মহাসচিবঃ-** মহাসচিবের সকল কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করিবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করিবে। মহাসচিবের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-মহাসচিবগনের মধ্য হইতে জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে (সরাসরি ভোটে নির্বাচিত যুগ্ম-মহাসচিবদের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত যুগ্ম-মহাসচিব বা সিলেকশনের ক্ষেত্রে ব্যাচ জেষ্ঠ্যতার নির্ণায়ক হইবে) একজন মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করিবে।

৪) **কোষাধ্যক্ষঃ-** সংগঠনের তহবিল কোষাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। তিনি আয়-ব্যয় হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ও মহাসচিবের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী সমিতির তহবিল গঠন ও সংরক্ষণ করিবে।

৬) **সম্পাদকগনঃ**- কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সম্পাদকগণ স্ব স্ব বিষয়ে দায়িত্ব পালন করিবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উহা মহাসচিবের সহিত সমন্বয় ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করিবে। এরুপ কর্মপরিকল্পনা, কার্যক্রম, অনুষ্ঠান ইত্যাদি বাস্তবায়নে উপ-কমিটি গঠনের প্রয়োজন হইলে, সম্পাদকগন পদাধিকার বলে উক্ত কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবে।

৭) **নির্বাহী সদস্য:** সভাপতি মহোদয় পরিষদের সহ-সভাপতিবৃন্দ ও সাধারণ সম্পাদকের সহিত আলোচনা করিয়া তাহাদের দায়িত্ব নির্ধারন করিবেন।

অনুচ্ছেদ-৭: সংগঠনের সম্পত্তি :

সংগঠন নিজ নামে স্থাবর ও অস্থাবর যে কোন ধরণের সম্পত্তি অর্জন এবং ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উহা সংরক্ষণ, পরিচালনা ও হস্তান্তর করিতে পারিবে এবং এই ক্ষেত্রে সভাপতি ও মহাসচিব যৌথভাবে অথবা কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মতে তাহাদের মধ্যে একজন সংগঠনকে প্রতিনিধিত্ব করিবে।

অনুচ্ছেদ-৮: সংগঠনের তহবিল : **সংগঠনের তহবিল নিম্নোক্ত উৎস হইতে গঠিত হইবে**

১) সংগঠনের সদস্যগণের সদস্য ফি;

২) বিভিন্ন উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

৩) সংগঠনের প্রকাশনা ও অন্যান্য উৎস হইতে লব্ধ বিভিন্ন আয়;

৪) যে কোন অনুমোদিত প্রকল্প বা কর্মসূচী হইতে লব্ধ আয়;

৫) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ফি এবং

৬) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন বৈধ পন্থা/ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জিত আয়।

অনুচ্ছেদ-৯: ব্যাংক হিসাব : কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভার অনুমোদনক্রমে যে কোন তফসিল ব্যাংকে সংগঠনের নামে এক বা একাধিক ব্যাংক একাউন্ট সভাপতি, মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষের যুক্ত স্বাক্ষরে খোলা যাইবে। উক্ত ব্যাংক একাউন্টসমূহ সভাপতি বা মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষের যুক্ত স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-১০: হিসাব নিরীক্ষা : প্রতিবছর মহাসচিবের তত্ত্বাবধানে এবং কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বে সংগঠনের আয়-ব্যয় সাধারণ পরিষদের মনোনীত নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করাইতে হইবে এবং উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন করাইতে হইবে। বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের পূর্বে নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদনের পর নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সভাপতি, মহাসচিব এবং কোষাধ্যক্ষ স্বাক্ষর করিবে। প্রথম নিরীক্ষক কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবে। পরবর্তী পর্যায়ে নিরীক্ষক বার্ষিক সাধারণ সভায় সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হইবে। কোন কারণে বার্ষিক সাধারণ সভায় নিরীক্ষক নিয়োগ করা না হইলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ নিরীক্ষক নিয়োগ করিবে।

অনুচ্ছেদ-১১: সংগঠনের সভা : **ক) সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভাঃ-**

১। সরকারি অর্থবছরে অন্তত একবার সংগঠনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সাধারণ সভার নির্ধারিত তারিখের অন্তত ২১ (একুশ) দিন পূর্বে লিখিতভাবে সকল সদস্যগণের জ্ঞাতার্থে সভার স্থান, তারিখ ও সময় অবহিত করিয়া নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

২। সংগঠনের সাধারণ সদস্যগণের অন্তত এক-পঞ্চমাংশ এর উপস্থিতিতে সাধারণ সভার কোরাম হইবে।

৩। গঠনতন্ত্রের সংশোধন বা কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বিবেচনায় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য ১৫ (পনের) দিনের নোটিশ যথাযথভাবে জারি ও প্রচার সাপেক্ষে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

খ) বর্ধিত সভাঃ

সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্য উপদেষ্টা পরিষদের সাথে বৎসরে অন্তত ১ (এক) টি বর্ধিত সভার আয়োজন করিবে।

গ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাঃ-

১। প্রতি ইংরেজী ৪ (চার) মাসে অন্তত ১ (এক) বার কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ বিশেষ সভা ব্যতিরেকে নির্বাহী পরিষদের সভায় মিলিত হইবে। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের

সভার নির্ধারিত তারিখের অন্তত ৭ (সাত) দিন পূর্বে লিখিতভাবে সকল কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণের জ্ঞাতার্থে সভার স্থান, তারিখ ও সময় অবহিত করিয়া নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

২। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্যগনের অন্তত এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের কোরাম হইবে।

ঘ) কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের সভাঃ-

১। কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের আহবায়ক বা সদস্য-সচিবের আহবানে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল বৎসরে অন্তত ১ (এক) বার সভায় মিলিত হইবে।

২। কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের সদস্যগণের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের সভায় কোরাম হইবে।

ঙ) মুলতবী সভাঃ

সংগঠনের কোন সভা কোন কারণে মুলতবী হইলে সভাপতি উক্ত সভার পরবর্তী তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিয়া সদস্যদের অবহিত করিবে। মুলতবী সভায় কোরাম প্রয়োজন হইবে না।

চ) সিদ্ধান্ত গ্রহনঃ

সংগঠনের সকল সিদ্ধান্ত গঠনতন্ত্রে অন্যভাবে উল্লেখিত না থাকিলে সকল সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে গৃহীত হইবে।

অনুচ্ছেদ-১২: সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন ও ক্ষমতা হস্তান্তর:

ক) প্রতি ২ (দুই) বৎসর অন্তর অন্তর সাধারন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক অথবা গোপন ব্যালটে সরাসরি ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হইবে।

খ) নির্বাচিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ তাদের ২ (দুই) বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে নতুন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন করিতে ব্যর্থ হইলে তাহাদের পরিষদটি আপনা আপনি বাতিল হইয়া যাইবে। এরুপ পরিস্থিতিতে উপদেষ্টা পরিষদ, সাধারণ সদস্যদের মধ্য হইতে একজন আহ্বায়ক ও একজন সদস্য সচিব সহ মোট ৭ (সাত) হতে ১১ (এগারো) সদস্যের যে কোন বিজোড় সংখ্যার একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করিবে। গঠিত আহবায়ক কমিটি অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবে। আহ্বায়ক কমিটি গঠনের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। উল্লেখ্য যে, উপদেষ্টা পরিষদের কোন সদস্য আহ্বায়ক কমিটির সদস্য হইতে পারিবে না।

গ) জাতীয় কোন ইস্যু বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে নির্ধারিত সময়ে সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভবপর না হইলে সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিষদের মেয়াদ অনধিক ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা যাইবে।

ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ (ক) অনুযায়ী অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ নব-নির্বাচিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিবে।

ঙ) সংগঠনের প্রত্যেক সদস্য নির্বাচনে ভোটার বলিয়া গণ্য হইবে এবং ভোটারগনের মধ্য হইতে গঠনতন্ত্রের বিধানাবলী সাপেক্ষে যে কেউ যে কোন পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবে।

চ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে কেউ সর্বোচ্চ ২ (দুই) মেয়াদের বেশী নির্বাচিত/মনোনীত হইতে পারিবেন না।

ছ) নির্বাচনে অংশ গ্রহনে ইচ্ছুক প্রার্থীকে অবশ্যই একজন ভোটার কর্তৃক প্রস্তাবিত ও অপর একজন ভোটার কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইবে। নির্বাচন কমিশন এতদসংক্রান্ত ফরম প্রস্তুত ও প্রার্থীগণকে সরবরাহ করিবে।

জ) কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিলের সাথে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্দিষ্ট পদের নির্বাচনে অংশ গ্রহনের জন্য ধার্য্যকৃত ফি নির্বাচন কমিশনের নিকট জমা দিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৩: নির্বাচন কমিশন গঠন, কার্যাবলী ও ক্ষমতা:

ক) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন পর্ব অনুষ্ঠান ও পরিচালনার জন্য সাধারণ পরিষদের একজন সদস্যকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) জন সদস্যকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠন করিবে। নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্যই কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের উক্ত নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবে না। নির্বাচন কমিশন অবশ্যই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে গঠিত হইবে।

খ) নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ হইতে তালিকা প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের নূন্যতম ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচন তফসিল ও নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ণ ও ভোটার তালিকা প্রকাশ করিবে।

গ) নির্বাচন তফসিল ঘোষণা ও ভোটার তালিকা প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ভোটার তালিকা বিষয়ে বা ভোটার অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কোন সদস্য বা ভোটার সভাপতি বরাবরে অভিযোগ উত্থাপন করিলে সভাপতি উক্ত অভিযোগ প্রাপ্তির ২ (দুই) দিনের মধ্যে সভাপতি ও মহাসচিব এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনের অন্তত ২ (দুই) জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত অভিযোগ নিষ্পত্তি বোর্ড অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবে । এ ক্ষেত্রে অভিযোগ নিষ্পত্তি বোর্ড এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ঘ) নির্বাচন কমিশন ব্যালট পেপার প্রস্তুত করিবে এবং বিভিন্ন পদে নির্বাচনে অংশগ্রহনের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত মনোয়ন ফি আদায় করিবে এবং নির্বাচন পরিচলনার ব্যয়ভার আদায়কৃত ও প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ হইতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা বহন করিবে। নির্বাচনের ব্যয়ভার বহনের পর অতিরিক্ত অর্থ, যদি থাকে, তাহা প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহাসচিবের নিকট ফেরৎ প্রদান করিবে যাহা সংগঠনের সাধারণ তহবিলে জমা হইবে।

ঙ) নির্বাচনে কোন পদের বিপরীতে ২ (দুই) জন প্রতিদ্বন্দ্বী সমান সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হইলে নির্বাচন কমিশন উন্মুক্ত লটারির মাধ্যমে বিজয়ী প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করিবে। নির্বাচন পরিচালনা ও ফলাফল ঘোষণা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

চ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ হইতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিন পযর্ন্ত নির্বাচন কমিশন বলবৎ থাকিবে যাহাতে উক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিরোধ যদি থাকে, উহা যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা যায়। উল্লেখিত ৬০ (ষাট) দিন পর নির্বাচন কমিশন বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ছ) নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ প্রার্থীর আপিল বিবেচনার জন্য ১ (এক) সদস্যের একটি আপিল বোর্ড থাকিবে। ফলাফল প্রকাশের ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে আপিল বোর্ড বরাবর লিখিতভাবে অভিযোগ/আপিল দাখিল করিতে হইবে। ইহার পরে কোন অভিযোগ আপিল বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হইবে না। আপিল বোর্ডের নিকট দাখিলকৃত অভিযোগ/আপিল বিষয়ে আপিল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৪: কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের প্রার্থীতার যোগ্যতাঃ

ক) নির্বাচনে অংশগ্রহনে ইচ্ছুক সকল প্রার্থীকে অবশ্যই সংগঠনের সদস্য হইতে হইবে।

খ) সকল সদস্য সকল বিষয়ে সমান সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হইবে, তবে নির্বাচনে অংশগ্রহনে ইচ্ছুক প্রার্থীকে এস, এস, সি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণের অনূন্য ১০ (দশ) বছর অতিক্রমকারী হইতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৫: কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ :

(১) সংগঠনের সাধারণ সভার মাধ্যমে এবং সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বা নিয়মিত সদস্যগনের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ২ (দুই) বৎসর কালের জন্য সর্বোচ্চ ৩৭ (সাতত্রিশ) সদস্য বিশিষ্ট নিম্নোক্ত পদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে।

(২) তবে শর্ত থাকে যে, সোসাইটি আইন-১৮৬০ এর ৪ নং ধারা মোতাবেক সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, মহাসচিব, কোষাধ্যক্ষ ও তিনজন নির্বাহী সদস্যদের নাম, ঠিকানা, পেশা সম্বলিত বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করা হইবে।

ক্রমিক	পদবী	সংখ্যা
১	সভাপতি	১ জন
২	সহ-সভাপতি	৭ জন
৩	মহাসচিব	১ জন
৪	যুগ্ম-মহাসচিব	২ জন
৫	কোষাধ্যক্ষ	১ জন
৬	সাংগঠনিক সম্পাদক	২ জন
৭	সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৮	ক্রীড়া সম্পাদক	১ জন
৯	সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ জন
১০	শিক্ষা সম্পাদক	১ জন
১১	প্রকাশনা সম্পাদক	১ জন
১২	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১ জন
১৩	আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
১৪	অফিস ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	২ জন
১৫	আইন ও গবেষণা সম্পাদক	১ জন
১৬	তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক	১ জন
১৭.	নির্বাহী সদস্য	১২ জন

অনুচ্ছেদ-১৬ সংগঠন রেজিস্ট্রেশন :

অত্র সংগঠন দি সোসাইটিজ রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট- ১৮৬০ মোতাবেক প্রণীত ও নিবন্ধিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৭: অবসায়ন :

প্রতিষ্ঠানের অবসায়নের পূর্বে উহার সকল দায়-দেনা পরিশোধ করিয়া যা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে তা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তিন-পঞ্চমাংশ সদস্যদের ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবসায়নের কাজ সম্পূর্ণ হইবে এবং সমউদ্দেশ্যে গঠিত অন্য কোন সমিতি/সোসাইটিকে হস্তান্তর করিতে হইবে। এক্ষেত্রে আয়কর আইন ২০২৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হইবে। উহা সদস্যগনের মধ্যে বণ্টন করা যাইবে না।

অনুচ্ছেদ-১৮: গঠনতন্ত্রের সংশোধনী :

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদে গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য পাসকৃত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বা সাধারণ পরিষদের নিয়মিত সদস্যগণের মধ্যে অন্তত এক-পঞ্চমাংশের লিখিত ও স্বাক্ষরিত প্রস্তাব সভাপতির নিকট পেশ করিলে, সভাপতি ও মহাসচিব যুক্ত স্বাক্ষরে উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবের কথা উল্লেখপূর্বক অন্তত ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিবে। উক্ত সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যগণের সম্মতিতে অত্র গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ-১৯: প্রবর্তন ও নির্ভরযোগ্য পাঠ :

এই গঠনতন্ত্রকে "কুমিল্লা জিলা স্কুল অ্যালামনাই এসোসিয়েশন" যাহা ইংরেজিতে 'Comilla Zilla School Alumni Association' বা সংক্ষেপে (CZSAA) এর গঠনতন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইবে এবং সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের তারিখেই গঠনতন্ত্র প্রবর্তন ও কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২) বাংলায় এই গঠনতন্ত্রের একটি মূল পাঠ থাকিবে এবং ইংরেজীতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিতে পারিবে, যাহা সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

আমরা কতিপয় ব্যক্তিবর্গ যাদের নাম, ঠিকানা, জাতীয়তা, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নে প্রদত্ত হলো, সকলে একমত হয়ে সংঘ স্মারক মোতাবেক একটি সোসাইটি গঠনে সম্মত হয় ও নামের বিপরীতে স্বাক্ষর প্রদান করিলাম।

ক্রমিক	নাম, পিতা/স্বামীর নাম ও জাতীয়তা	ঠিকানা	পেশা / পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্বাক্ষর
১	গেলাম রহমান পিতাঃ মৃত গোলাম সারোয়ার মাতাঃ মৃত জাহেদা খাতুন চৌধুরী জন্ম তারিখঃ জানুয়ারি ১৯, ১৯৪৬ জাতীয় পরিচয় পত্রঃ ২৬৯২৬১৯৫৬১৩৩৫	আপার্টমেন্টঃ ৪০৩, বাড়ী নংঃ ১০(গ্রান্ড প্রেসিডেন্ট কনকর্ড), রোড ৫৯, গুলশান-০২, ঢাকা-১২১২	চেয়ারম্যান দুর্ণীতি দমন কমিশন	এম. এ	
২	নাজমুল হাসান পিতাঃ মৃত জাহিরুল হাসান মাতাঃ মৃত সামিয়া খাতুন জন্ম তারিখ: জুলাই ১১, ১৯৫০ জাতীয় পরিচয় পত্রঃ ১৯২৬৭০৮০৫৫৯৯১	ফ্লাটঃ ৪সি, হ্যাপি হোম, ১/১০, ব্লক- ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭	ব্যবসা	বি. এ এল.এল.বি	
৩	আনোয়ার ফারুক পিতাঃ আলী হোসেন ভূঁইয়া মাতাঃ রেজিয়া বেগম জন্ম তারিখঃ মার্চ ০২, ১৯৫৭	জাতীয় পরিচয় পত্রঃ ২৬৯৯০৪০৭২৪৬৩২ ১/১, সেক্রেটারি হোস্টেল, সংসদ ভবন, ঢাকা-১২০৭	অতিরিক্ত সচিব কৃষি মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	বি.কম (অনার্স)	
৪	কামরুল ইসলাম পিতাঃ মৃত তাজুল ইসলাম মাতাঃ মৃত হাসনে আরা ইসলাম জন্ম তারিখঃ জানুয়ারি ১৪, ১৯৫৯ জাতীয় পরিচয় পত্রঃ ১৯২৬৭০১০০০১২৮	"রেসিডেন্সিয়া" ফ্লাটঃ এ৫ (৫ম ফ্লোর), বাড়ীঃ ১৩, ব্লক- বি. আফতাব উদ্দিন আহমেন রোড, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা	চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট	বি কম (অনার্স) এম.কম চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট	
৫	সৈয়দ আহমেদ ফারুক পিতাঃ মৃত সৈয়দ আশরাফ উদ্দিন আহমেদ মাতাঃ বেগম রওশন আক্তার জন্মতারিখঃ জানুয়ারি ০৯, ১৯৪৬ জাতীয় পরিচয় পত্রঃ ২৬৯২৬১৯৪৭৯৬৮৫	বাড়ীঃ ১৯, রোডঃ ১১৩/এ, গুলশানঃ২, ঢাকা- ১২১২	ব্যবসা	এম. এ	
৬	মেসবাবুর রহমান পিতাঃ মৃত ফজলুর রহমান মাতাঃ মৃত সুফিয়া রহমান জন্ম তারিখঃ জাতীয় পরিচয় পত্রঃ ২৬৯১৬৪৯১০০৩৩০	বাড়ীঃ ৮সি/১, রোডঃ ১৪, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯	ব্যবসা	এম. এ	

৭	জাহিদ হোসেন। পিতঃ মৃত এম জাকির হোসেন মাতাঃ শায়েস্তা খানম জন্ম তারিখঃ ২১ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ জাতীয় পরিচয় পত্রঃ ২৬৯২৬১৯৪৭৩৫০২	বাড়ীঃ ৪৬, আপার্টমেন্টঃ সি৪, রোডঃ ২৫, ব্লক-এ, বনানী, ঢাকা- ১২১৩	ইঞ্জিনিয়ার	বি.এস.সি (ইঞ্জিনিয়ারিং)	